কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু নামের এক ইউপি চেয়ারম্যানকে নিজ পরিষদে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়।

আজ সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ইউপি চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সকালে ইউনিয়ন পরিষদের কর্যালয়ের নিজ কক্ষে বসে কাজ করছিলেন চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে চেয়ারের পেছনে থাকা জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। গুলির শব্দে স্থানীয়রা ছুটে গেলে তাদেরকেও লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। এরপর স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা মেরে রাখে। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যানের লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে বেগ পেতে হয়।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এখনো মরদেহটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পড়ে আছে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়েই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিএনপির রাজনীতি করলেও রাজনীতিতে তিনি নিস্ক্রিয় ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন। বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে তার স্বাক্ষাৎ ছিল।

দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা বলেন, চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন সেন্টু এক সময় উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন।

রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, চেয়ারম্যান নিজ কক্ষের চেয়ারেই বসে ছিলেন। তাকে পেছন থেকে জানালা দিয়ে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রশিদিয়া দরবার শরিফে আগুন ও ভাঙচুর

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রশিদিয়া দরবার শরিফে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে করে ভাঙচুরের পর ওই দরবার শরিফে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

গতকাল রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুমারখালী উপজেলার চরসাদিপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চরসাদিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এশার নামাজের পর ১৫-২০ জন নানা বয়সী মানুষ একত্রিত হন। দরবার শরিফে মাদক সেবন ও গান বাজনা হয় এমন দাবি করেন তারা। লাঠিসোঁটা নিয়ে ওই দরবার শরিফ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সাবেক এক চেয়ারম্যান ও স্থানীয় এক মাদ্রাসা শিক্ষকের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়েছে।

দরবার শরিফের পরিচালক জিল্লুর রহমানের ছেলে রাসেল বলেন, ‘প্রায় ১৫ বছর আগে এই খানকার শরিফ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেখাশোনার দায়িত্বে আমার বাবা রয়েছেন। গ্রামের অনেকেই একত্র হয়ে এই খানকার শরিফে দোয়া মাহফিল ও গান বাজনার আয়োজন করে। তাছাড়া প্রতিবছর ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মতো আজও ওরস মাহফিল ছিল। রাতে দোয়া মাহফিলের মোনাজাত চলছিল। এ সময় হঠাৎ ১৫ থেকে ২০ জন লাঠিসোঁটা নিয়ে দরবার শরিফে হামলা চালিয়ে দরবারের চারচালা ঘরটি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভয়ে আমি, বাবাসহ উপস্থিত ভক্তরা পালিয়ে যায়। তবে কাউকে আঘাত করা হয়নি।’

রাসেল আরও বলেন, ‘এর আগে স্থানীয় মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে হামলাকারীরা একত্র হন। এই হামলায় সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের ইন্ধন রয়েছে। তাকে ঘটনাস্থলে দেখেছি। খানকার শরিফে কোনো মাদকসেবন হয় না। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বছর ওরসে গান বাজনার আয়োজনও ছিল না।’

নিরাপত্তার স্বার্থে এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি দরবার শরিফের পরিচালক জিল্লুর রহমান।

এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে চর সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দরবার শরিফের নামে সেখানে মাদকের আড্ডা চলে। সে জন্য স্থানীয় ছেলেপেলে তা ভেঙে দিয়েছে।

চর সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মেছের আলী খাঁ বলেন, ‘এ ঘটনায় আমি কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।’

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকিবুল ইসলাম বলেন, ‘হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি জেনেছি। তবে অগ্নিসংযোগের বিষয়টি জানা নেই। চর সাদিপুর দুর্গম এলাকা হওয়ায় এখন ঘটনাস্থলে যাওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে আব্দুল আজিজ (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারল এলাকার রেল ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল আজিজ মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের বেলগাছি এলাকার মৃত আতর মণ্ডলের ছেলে।

নিহতের ভাতিজা মুস্তাকিম জানান, আমার চাচার মাথায় সমস্যা ছিল।গতকাল শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ

ছিলেন তিনি। রোববার সকালে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে আমরা পোড়াদহ জিআরপি থানায় এসে আমার চাচার মরদেহ দেখতে পাই।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারোল এলাকার রেল ব্রিজে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান।

কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৪ স্কুলশিক্ষার্থীর

কুষ্টিয়ার খোকসায় মসজিদের মক্তবে আরবি পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে মাক্রোবাসের ধাক্কায় ৪ স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও ২ জন।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে শিমুলিয়ায় কুঠিপাড়া এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- মিম (১২), তানজিলা (১১), বিথি (১২) ও সাদিয়া।

নিহত মিম শিমুলিয়া কুঠিপাড়া গ্রামের মো. হানিফের মেয়ে, তানজিলা পালন শেখের মেয়ে ও বিথি হেলাল উদ্দিনের মেয়ে ও একই এলাকায় সাদিয়া।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হারুনর রশীদ জানান, সকালে শিমুলিয়া কুঠিপাড়া জামে মসজিদে আরবি পড়া শেষে শিক্ষার্থীরা বাড়ি ফেরার পথে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক পার হচ্ছিল। হঠাৎ ঢাকা থেকে আসা একটি দ্রুতগামী মাইক্রোবাস তাদের চাপা দিয়ে পাশের পুকুরে উল্টে পড়ে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মিমের মৃত্যু হয়।

গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে খোকসা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তানজিলা, বিথি ও সাদিয়া নামের আরও তিনজন মারা যায়। আহত ফাতেমা ও সাদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনার প্রতিবাদে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে বলেও জানান হারুনর রশীদ। তবে মাইক্রোবাসে কতজন যাত্রী ছিলেন বা এর চালক সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রাথমিকভাবে জানাতে পারেননি তিনি।

এদুর্ঘটনার প্রতিবাদে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে সড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধিতে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মার পানি বাড়ছে। এর ফলে কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী উপজেলা দৌলতপুরের ৪টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উপজেলার চিলমারি এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ৩৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

লোকালয়ে পানি না ঢুকলেও নিম্নাঞ্চলের আবাদি ফসল তলিয়ে গেছে। এতে প্রায় ২শ’ হেক্টর জমির মাসকলাই আর মরিচ ক্ষেত ডুবে গেছে। ডুবে গেছে রাস্তা ঘাটও। সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দু’টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। এভাবে পানি বাড়তে থাকায় এলাকাবাসী শঙ্কায় থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড আর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন বৃষ্টি না হলে পদ্মার পানিও কমতে থাকবে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, দৌলতপুর অংশে পদ্মার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে পদ্মায় পানি বাড়ছে। উপজেলার ভাগজোত এলাকায় গত ১০ দিনে ১.৭৩ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ০.১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পয়েন্টে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল

১৪.২৬ সেন্টিমিটার। যা বিপদসীমার ১.৪৪ সেন্টিমিটার নিচে।

এদিকে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় শঙ্কায় পড়েছেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের প্রায় ৩৬ গ্রামের মানুষ। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও বাড়ির আশপাশে ঢুকে পড়েছে পানি। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ক্ষেতের ফসল বিশেষ করে মাসকলাই আর মরিচের ক্ষেত ডুবে যাওয়ায় ভীষণ ক্ষতির শঙ্কায় পড়েছেন তারা।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামরে কৃষক আমিরুল ইসলাম জানান, এবার তিনি চরে ৮ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। কিন্তু পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় তার কলাইক্ষেত ডুবে গেছে। এতে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলেও জানান তিনি।

একই ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ৭ বিঘা মাসকলাই আবাদ করেছেন। ক্ষেতের সবটুকুই তলিয়ে গেছে পানিতে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তিনি।

পার্শ্ববর্তী চিলমারি ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও অবশিষ্ট নেই ওই এলাকার কোনো ফসলি জমি। কৃষক ফয়জুর রহমান স্বাধীন জানান, এবার তিনি ১৪ বিঘা জমিতে মাষকলাই আবাদ করেছেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ফসল ঘরে তোলার কথা। কিন্তু আকস্মিক বন্যায় তার ক্ষেতের সব মাষকলাই ডুবে গেছে। এতে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিলমারি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ একজন বড় চাষি। এবার তিনি ৩৪ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। পদ্মার পানি আকস্মিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মাষকলাই ক্ষেতের সবটুকুই ডুবে গেছে। পানি না কমলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, আকস্মিক পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে মাষকলাই, মরিচসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার ইউনিয়নের প্রায় ১৬টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম লেমন জানান, চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে মাসকলাই চাষ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশই চাষ হয় চরাঞ্চলে। ইতোমধ্যে প্রায় ২শ’ একর জমির মাসকলাই ও মরিচ ক্ষেতের ক্ষতি হয়েছে। পদ্মার পানি

আকস্মিক বৃদ্ধিতে জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে চিলমারী ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, ভারী বর্ষণ ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসায় গত ১০ থেকে ১২ দিন ধরে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আরও দু’একদিন পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপর কমতে পারে পানি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙনরোধে উপজেলার উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্পের নিকট জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলা হচ্ছে।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবাইদুল্লাহ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়াতে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যানের উপর দুর্বৃত্তদের হামলা

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় হামলা চালিয়ে জানিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মজিবর রহমানকে কুপিয়ে জখমের পাশাপাশি হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে জানিপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া বিহারীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মজিবর রহমান জানিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বর্তমান চেয়ারম্যান। তাকে গুরুতর অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত চেয়ারম্যানের ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, ২০১২ সাল থেকেই ভাইয়ের সাথে প্রতিপক্ষ শামীম গ্রুপের রাজনীতিসহ বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে

দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই জের ধরে সকালে ভাই খামারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় মোটরসাইকেল থামাতে বলে শামীম। এ সময় শামীমের নেতৃত্বে তার লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভাইয়ের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চলে যায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা এসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এক হাত, এক পা ভেঙে দেয়া হয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আননুর যায়েদ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বেহুলা লক্ষীন্দরের আত্মকাহিনী নিয়ে ‘পদ্মপুরাণ’

মনের বাসনা পূরণ করতেই গ্রামাঞ্চলে আয়োজন করা হয় পদ্মপুরাণ গানের। সাধারণত রাত জেগে মনসা-মঙ্গলের নাটক পরিবেশন করা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গভীর রাত পর্যন্ত তাঁরা যা করেন, এর পুরোটাই নাচ-গান-নাটক। এ নাটক নামেমাত্র মঞ্চে পরিবেশন করা হয়।

বিশেষ করে মানুষকে যখন সর্পদংশনে তাড়া করে তখন মনের ভেতর জমে থাকা এসব আতঙ্ক তাড়ানোর জন্যই এই গানের আয়োজন করা হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে চর্মজাতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এসব সারানোর কোন উপায় না পেয়েও এই গানের আসর দিয়ে থাকেন।

এই পদ্মপুরাণ গানের জন্য একটি দলে ১০-১৫জনের সদস্য প্রয়োজন। ঢোলক বাদ্যের সঙ্গে আরও কিছু বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কখনো গানের আসর আবার কখনো কথাকাব্য নিয়ে রচিত এই পদ্মপুরাণ গান। এজন্য কোনো মুখস্ত বিদ্যায় কিংবা বই পড়ে তাদের শিখতে হয়নি। শখের বসে আবার অনেকের ভালোলাগার থেকেই এই দলের সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। এ শিল্পীরা সরাসরি এই আসর মাতিয়ে রাখেন। দর্শক শ্রোতারাও বেশ উপভোগ করেন পদ্মপুরাণ।

এই পদ্মপুরাণ গানের মূল বিষয় হচ্ছে কালনাগিনীর দংশনে লক্ষীন্দরের মৃত্যু থেকে শুরু করে আগাগোড়া বেহুলারই কাহিনী। প্রথম দিকে একটানা সাপের গীত আর সাপের বর্ণনা। নানা প্রকার ও নানা জাতের বাস্তব ও কাল্পনিক সাপের বর্ণনায় পূর্ণ এই গানের প্রথম অংশ। শেষে বর্ণনা করা হয় ভুরা বা ভেলাভাসিয়ে বেহুলার ইন্দ্রপুরীতে গমন ও মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার বর্ণনা। এভাবেই শেষ করতে হয় মুল অনুষ্ঠানের।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রামের পদ্মপুরাণের নামকরা দলনেতা ছিলেন ফজর আলী মৃধা। তার নেতৃত্বে আশপাশ এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় পদ্মপুরাণ গানের নেতৃত্ব দিতেন। তারই শিষ্যত্ব লাভ করেন তার ছোটভাই ইউনুস আলী মৃধা। এভাবেই আশেপাশ এলাকায় নেতৃত্ব দেওয়া অনেকেই পদ্মপুরাণ গানের আসরে বসে।
গতকাল মঙ্গলবার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া গ্রামের সেকেন আলীর বাড়ির আঙ্গিনায় এই গানের আসর বসে। দিনে এবং রাতে চলে একটানা এই গানের আসর। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধা-বনিতারা এই পদ্মাপুরন গানের অনুষ্ঠান উপভোগ করছে।

এই দলে নেতৃত্ব দেওয়া চঞ্চল বার্তা২৪.কমকে বলেন, পদ্মপুরাণ গানে দলে ১২-১৫জন থাকে। ঢোলকসহ অন্যান্য বাদকের পাশাপাশি একটি টিমের অন্তত ৩-৪ জন পুরুষকে শাড়ি পরিয়ে, চুল লাগিয়ে ও মেকাপ করে তাদের নারী সাজানো হয়। এভাবেই চলতে থাকে পুরো অনুষ্ঠান। দিন রাত মিলিয়ে আমাদের সম্পন্ন করতে হয় বেহুলা লক্ষীন্দরের আত্মকাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটিকার পাশাপাশি গান করা হয়।

তবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু অর্থনৈতিক দৈনতার কারণে দুই রাত ও এক দিনের মধ্যেই শেষ করতে হয় আসর। গানের জন্য আমরা ৮-১২হাজার টাকা পর্যন্ত নেই। এই বাড়ীতে সাত দিন-রাত ব্যাপী গানের আসর বসানো হয়েছে। এতে করে ২৫ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে বাড়ীর মালিককে।

পদ্মপুরাণ গানের সাথে কাজ করে আসা আরেক শিল্পী খাইরুল ইসলাম বার্তা২৪.কমকে জানান, পদ্মপুরাণকে আবার বা মনসার গান বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। পদ্মপুরাণ এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য আলেখ্য। সাপের দেবীমনসা বা পদ্মার নাম অনুসারে এই নামকরণ। এই গান বর্ণনামূলক।

আপাম আলী বিশ্বাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই গানের আসর। তিনি বলেন, যে মনসা দেবীকে পূজা দিতে চাননি চাঁদ সওদাগর, শত বছর ধরে বাঙালি সেই মনসা দেবীকে পূজা দিয়ে যাচ্ছে। শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এ রীতি পালন করে আসছেন জনগণ। হিন্দু, মুসলমান সবাই। তাঁদের বিশ্বাস, এ সময় মা মনসার পূজা দিলে সারা বছর সাপ আর বিরক্ত করবে না তাঁদের। এমন সব কাহিনী নিয়েই এই পদ্মপুরাণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই দলের আরেক সদস্য নারী সজীব। যার ভুমিকা নারীর হিসেবে অভিনয় করা। তিনি বার্তা২৪.কমকে বলেন, আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনা শেষ করেছি। ছোটবেলা থেকে নাচগান আমার কাছে ভালো লাগতো। তাই এই দলের সাথে মিশতাম। এখন শিল্পী হিসেবে পদ্মপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে থাকি। সমাজে শিল্পী হিসেবে আমরা স্বীকৃতি চাই বলেও দাবী করেন তিনি।

আরেক নারী সদস্য রনি বলেন, আমি একটা তামাক কোম্পানিতে কাজ করি। ছয় মাস কাজ হয় আবার ৬ মাস বন্ধ থাকে। সংসার চালাতে আমি এই গানের আসরে অংশ নিয়ে থাকি। এখন শিল্পী হিসেবে পদ্মপুরাণ গানে অংশগ্রহণ করে থাকি। এই অনুষ্ঠান তো আর সারা মাস থাকে না। তাই কাজের পাশাপাশি সময় সুযোগ করেই অংশ নিয়ে থাকি। ২-৩দিন ধরে অনুষ্ঠান করলে আমি হাজার খানেক টাকা পেয়ে থাকি।

দর্শক বাপ্পি মনে করেন, গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্য পদ্মাপুরন জাতীয় এবং আন্তজার্তিক ভাবে তুলে ধরলে এসব শিল্পীরা উপকৃত হবে। তাই সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়া জরুরি বলেও মনে করেন তিনি।

তবে স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই মনসার গানের আয়োজন করলে সাপের কামড়ে পরিবারের কারো অকাল মৃত্যু ঘটবে না। এছাড়াও অনেক জ্বিনগত সমস্যা সমাধানের উপায় কেবল এই গানের মধ্যে খুঁজে পায় তারা।

কুষ্টিয়ায় পদ্মার ভাঙনে

নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলো বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের টাওয়ার

পদ্মা নদীর সর্বগ্রাসী ভাঙনে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি ও বসতি ঘরবাড়ি পানিতে বিলীন হয়ে গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চলতি বন্যায় চরম ঝুঁকির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালনের একটি টাওয়ার সম্পূর্ণভাবে নদীগর্ভে ভেঙে পড়ে।

মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া উপজেলার সাহেব নগর গ্রামে আরও অন্তত ছয়টি টাওয়ার ধসে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের মির্জানগর এলাকায় পদ্মা নদীর তীরে কয়েক শ মানুষ বসে আছেন। তারা পানির তোড় দেখছেন। টাওয়ার ভেঙে পড়া জায়গায় অনেক লোকজন বসে ছিলেন।

কয়েকজনের সাথে কথা হলে তারা বলেন, গত বছরও নদীতে চর ছিল। গত এক মাসে ৫০০ মিটার ভেঙে গ্রামের দিকে চলে আসছে। স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য তাঁরা এক মাস ধরে আন্দোলন করছেন। কয়েক দিন আগে মানববন্ধন, জেলা প্রশাসক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কার্যালয় ঘেরাও, স্মারকলিপি প্রদান ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। পাউবোর কর্মকর্তারা বালুভর্তি জিও ব্যাগ ফেলে যায়। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না।

এদিকে টাওয়ার ভাঙার পরপরই কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন গ্রামবাসী। এতে সড়কের উভয় পাশে প্রায় এক কিলোমিটার যানবাহন আটকা পড়ে। প্রচণ্ড গরমে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। বেলা তিনটা পর্যন্ত অবরোধ ছিল বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও পদ্মার ভাঙনের কবলে পড়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন। চরম আতঙ্কে দিন কাটছে এলাকার হাজারো মানুষের। গত এক মাসে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে কয়েক শ হেক্টর ফসলি জমি। হুমকির মুখে পড়েছে বসতবাড়ি, সড়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোর্ট নির্মাণে প্রায় ৫’শ মিটার গ্রোয়েন বাঁধ পদ্মা নদীর মূল প্রবাহ চ্যানেলের মধ্যে নির্মিত হওয়ায় নদী তার গতিপথ হারিয়েছে। এতে নতুন গতিপথের সন্ধানেই পদ্মা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

ভয়াবহ ভাঙনে কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার শত শত হেক্টর ফসলি জমিসহ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ঘরবাড়ি ও সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো। এছাড়া কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী জাতীয় মহাসড়ক, দেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প ও ৪১০ মেগা কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

অবিলম্বে পদ্মা নদীর এই সর্বগ্রাসী ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আক্রান্ত এলাকার জনগণ তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় রক্ষায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

এদিকে পদ্মার ভাঙনে জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের টাওয়ার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে কুষ্টিয়ার বটতৈল গ্রিডের প্রকৌশলী আবু তালেব বলেন, ভেঙে পড়া টাওয়ারে কয়েক দিন আগে থেকেই বিদ্যুৎ সঞ্চালন বন্ধ ছিল। এই লাইন দিয়ে ভেড়ামারা থেকে ফরিদপুরে বিদ্যুৎ আনা-নেওয়া হয়। ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। বিকল্প লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক আছে। মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেব নগর গ্রামে আরও অন্তত ছয়টি টাওয়ার ধসে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী (পাউবো) পাউবোর কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, কয়েক বছর আগে থেকেই পদ্মা নদীর ডান তীরে ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে ভাঙন চলছে। ভাঙন রোধে ইতোমধ্যে এক হাজার চারশ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছেন তারা। তিনি আরও বলেন, টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীতে ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে নদীর ডান তীরে কুষ্টিয়ার অংশে ভাঙন বাড়ছে। ভাঙনকবলিত কয়েকটি স্থান শনাক্ত করা হয়েছে। সেখানে বালুভর্তি জিও ব্যাগ ফেলা হচ্ছে। নদীতে এখন পানি বেশি। পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। সব প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে আছে।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দরপত্র আহ্বানসহ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যচুক্তি প্রক্রিয়াধীন। পদ্মার পানি কমার

সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনরোধে স্থায়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।” কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আখতার বলেন, নদীভাঙন হচ্ছে এটা সত্য। প্রায় দিনই সেখানে আন্দোলন হচ্ছে। স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া সীমান্তে সোনার বারসহ আটক ২

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে সাতটি দ্বিখণ্ডিত সোনার বারসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মরারপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে নজরুল ইসলাম (২০) ও কাজল বিশ্বাসের ছেলে সেলিম রেজা (২২)।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিজিবির কুষ্টিয়া ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আটকদের কাছ থেকে এক কেজি ৩৭৩ গ্রাম ওজনের সাতটি দ্বিখণ্ডিত সোনার বার জব্দ করা হয়। এছাড়া দুটি মোটরসাইকেল, দুটি স্মার্টফোন, নগদ এক হাজার ২২০ টাকা জব্দ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলা সীমান্তবর্তী চিলমারী ইউনিয়নের সুকারঘাট এলাকা থেকে তাদের আটক ও সোনার বারগুলো জব্দ করে চিলমারী বিওপি।

কুষ্টিয়ায় বেশি দামে সার বিক্রি, ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বেশি দামে সার বিক্রি, নিয়মিত দোকান না খোলা ও প্রাপ্ত সারের সঠিক হিসাব না থাকায় এক ডিলারকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে কুমারখালী স্টেশন বাজার এলাকার মেসার্স হাজী এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটর মো. কামরুজ্জামান রতনকে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মণ্ডল। এসময় কুমারখালী কৃষি কর্মকর্তা দেবাশীষ কুমার দাস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ফারুক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, বিসিআইসির নিয়ম অনুযায়ী একজন ডিলারকে নিয়মিত দোকান খুলতে হবে এবং ন্যায্য মূল্যে সার বিক্রি করতে হবে। কিন্তু মেসার্স হাজী এন্টারপ্রাইজ দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম ভেঙে অধিকাংশ সময় দোকান বন্ধ রাখে। এছাড়া বিভিন্ন নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে বেশি দামে সার বিক্রি করে আসছে।

ভুক্তভোগীদের এসব অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ডিলার মো. কামরুজ্জামান রতনকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মণ্ডল বলেন, বিভিন্ন নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে বেশি দামে সার বিক্রি, নিয়মিত দোকান না খোলা ও প্রাপ্ত সারের সঠিক হিসাব না থাকার অপরাধে মেসার্স হাজী এন্টারপ্রাইজের ডিলারকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও নিয়ম কানুন মেনে চলতে কঠোর সতর্কীকরণ করা হয়েছে।